27090 - নজিরে হজ্জ ও বদলী হজ্জ আদায়রে সংক্ষপ্তি পদ্ধতি এবং হজ্জরে প্রকারভদে

প্রশ্ন

আমি এ বছর আমার প্রয়াত পতিার পক্ষ থকেে হজ্জ আদায় করতে চাই। উল্লখ্যে, গত কয়কে বছর পূর্বে আমি আমার নজিরে হজ্জ আদায় করছে।ি আমি আশা করব, সুন্নত অনুসারে হজ্জ আদায় করার উত্তম পদ্ধতি উল্লখে করবনে। হজ্জরে প্রকারগুলোর মধ্যে পার্থক্য কি কি? কোন প্রকাররে হজ্জ আদায় করা উত্তম?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

সহহি সুন্নাহ অনুযায়ী সংক্ষপেে হাজীসাহবেরে কার্যাবলী নম্নিরূপ:

১. যলিহজ্জ মাসরে ৮ তারখিে হাজীসাহবে মক্কা থকেে কংিবা হারামরে নকিটবর্তী কোন স্থান থকেে ইহরাম বাঁধবনে। উমরার ইহরামরে সময় যা যা করনে যমেন- গোসল করা, সুগন্ধি লাগানো, নামায পড়া ইত্যাদি হজ্জরে ইহরামরে সময়ওে তা তা করবনে। এরপর হজ্জরে ইহরামরে নয়িত করবনে এবং তালবয়িা পড়বনে। হজ্জরে তালবয়িা উমরার তালবয়িার মতই। শুধু হজ্জরে ক্ষত্রেে ইহরামকারী বলবনে: 'লাব্বাইকা হাজ্জান'; পক্ষান্তর,ে উমরার ক্ষত্রেে বলনে: 'লাব্বাইকা উমরাতান'। যদি তনিি হজ্জ সমাপন করতে না পারার কোন আশংকা করনে সে ক্ষত্রেে শর্ত করে নয়িে বলবনে: 'ওয়া ইন হাবাসানি হাবসি ফা মাহল্লি হাউছু হাবাসতানি' (অর্থ- যদি কোন প্রতবিন্ধকতা আমাকে আটকে দয়ে, তাহলে আমি যে স্থানে প্রতবিন্ধকতার শকিার হব সখোনে হালাল হয়ে যাব)। আর যদি এরকম কোন আশংকা না থাকে তাহলে শর্ত করবে না।

২. অতঃপর মীনাতে যাবে এবং সখোনে রাত্রি যাপন করব।ে মীনাতে যোহর, আসর, মাগরবি, এশা ও ফজর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করব।ে

৩. ৯ ই যলিহজ্জ সূর্যোদয় হলে 'আরাফা' এর উদ্দশ্যে রওয়ানা হব।ে সখোনে যোহর-আসর দুই ওয়াক্তরে নামায যোহররে ওয়াক্তে ক্বসর করে আদায় করে নবি।ে অতঃপর সূর্য ডোবা পর্যন্ত সময় দোয়া, যকিরি ও ইস্তগিফাররে মাধ্যমে কাটাব।ে

৪. সূর্য ডুবার পর 'মুযদালফিা' এর উদ্দশ্যে রওয়ানা হব।ে মুযদালফিাতে পৌঁছামাত্রই মাগরবি-এশার নামায একত্রে আদায় করব।ে এরপর সখোনে ফজররে নামায পড়া পর্যন্ত রাত্রি যাপন করব।ে অতঃপর সূর্যোদয়রে পূর্ব পর্যন্ত দোয়া করতে

থাকবে।

৫. এরপর জমরা আকাবাতে কংকর মারার জন্য মীনার উদ্দশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবে। মীনাতে গয়িে জমরা আকাবাতে একরে পর এক ৭টি কংকর নক্ষিপে করবে। জমরা আকাবা হচ্ছে সর্বশষে জমরা; যে জমরার পরে মক্কা শুরু। প্রতটিি কংকর হবে খজেুর বচিরি সমান। প্রতটিি কংকর নক্ষিপেরে সময় তাকবীর বলবে।

৬. অতঃপর হাদরি পশু যবহে করবে। হাদি হচ্ছে- একটি ছাগল, আর উট কংিবা গরু হলে এক সপ্তামাংশ।

৭. এরপর পুরুষ হলে মাথা মুণ্ডন করবে। আর নারী হলে মাথার চুল ছাটে করবে; সমস্ত চুল থকেে হাতরে এক আঙ্গুলরে মাথা পরমিাণ চুল কাটবে।

৮. এরপর মক্কায় গয়িে হজ্জরে তাওয়াফ আদায় করবে।

৯. তারপর মীনাতে ফরিে এসে রাত্রযিাপন করবে অর্থাৎ ১১ ও ১২ ই যলিহজ্জরে রাত্রি এবং সূর্য পশ্চমিাকাশে ঢলে পড়ার পর তনিটি জমরাতে কংকর নক্ষিপে করবে। প্রতটিি জমরাতে একরে পর এক ৭টি কংকর মারবে। ছাটে জমরা থকেে শুরু করবে, তারপর মাঝারি জমরা। এ দুই জমরাতে কংকর নক্ষিপে করার পর দোয়া করবে। অতঃপর জমরাতে আকাবাতে কংকর মারবে। এই জমরাতে কংকর মারার পর দোয়া নইে।

১০. ১২ ই যলিহজ্জরে কংকর মারা শষে হলে ইচ্ছা করলে মীনা ত্যাগ করে চলে যাবে। আর চাইলে মীনাতে থকেে গয়িে ১৩ ই যলিহজ্জ রাত্রি যাপন করবে এবং মধ্যাহ্নরে পর পূর্বরে ন্যায় তনিটি জমরাতে কংকর মারবে। ১৩ ই যলিহজ্জ মীনাতে থকেে যাওয়া উত্তম; ওয়াজবি নয়। তবে ১২ ই যলিহজ্জ সূর্যাস্তরে সময়ওে কউে যদি মীনাতে অবস্থান করে তাহলে তার উপর ১৩ ই যলিহজ্জরে রাত্রি মীনাতে কাটয়িে মধ্যাহ্নরে পর তনিটি জমরাতে কংকর নক্ষিপে করা ওয়াজবি। তবে ১২ই যলিহজ্জরে সূর্যাস্তরে সময় মীনাতে থাকা যদি তার অনচ্ছিাকৃত কারণে হয় যমেন- সে রওয়ানা দয়িছে, বাসে চড়ছে কন্তিু গাড়ীর জ্যামরে কারণে কংিবা এ জাতীয় অন্য কোন কারণে দরেী হয়ছে তাহলে ১৩ তারখিরে রাত্রি যাপন তার উপর ওয়াজবি হবে না। কারণ সূর্যাস্ত পর্যন্ত দরেী করাটা তার অনচ্ছিায় ঘটছে।

১১. এ দনিগুলো কাটানোর পর সে যখন স্বদশেরে উদ্দশ্যে সফর করার ইচ্ছা করবে তখন সাত চক্কর বদিায়ী তাওয়াফ না করে সফর করবে না। তবে, হায়যে ও নফিাসগ্রস্ত নারীর উপর বদিায়ী তাওয়াফ নইে।

১২. আর বদলি হজ্জকারী; আত্মীয়রে পক্ষ থকেে বদলি হজ্জকারী হোক কংিবা অনাত্মীয় কারো পক্ষ থকেে বদলি হজ্জকারী হোক তাকে অবশ্যই বদলি হজ্জরে আগে নজিরে হজ্জ আদায় করছে এমন হতে হবে। বদলি হজ্জরে ক্ষত্রেে নয়িত ছাড়া পদ্ধতগিত আর কোন পার্থক্য নইে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি নয়িত করবে যে, তনিি এ অমুক ব্যক্তরি পক্ষ থকেে হজ্জ আদায় করছনে। তালবয়িার সময় নাম উল্লখে করে বলবে: 'লাব্বাইকা আন ফুলান' (অর্থ- অমুক ব্যক্তরি পক্ষ থকেে আমি হাজরি)।

এরপর হজ্জরে মধ্যে দোয়া করার সময় নজিরে জন্য দোয়া করবে এবং যার পক্ষ থকেে হজ্জ আদায় করছে তার জন্যওে দোয়া করবে।

দুই:

হজ্জরে প্রকারভদে তনিটি: তামাত্তু, ক্বরিান ও ইফরাদ।

তামাত্তু হজ্জ: হজ্জরে মাসসমূহে (শাওয়াল, যলিক্বদ, যলিহজ্জ) উমরার ইহরাম বাঁধা ও উমরা পালন করা এবং একই বছর ৮ই যলিহজ্জ মক্কা থকেে কংিবা মক্কার কাছাকাছি কোন স্থান থকেে হজ্জরে ইহরাম বাঁধা।

ক্বরিান হজ্জ: মীকাত থকেে উমরা ও হজ্জরে ইহরাম একত্রে বাঁধা। এ ইহরামদ্বয় থকেে হাজীসাহবে কোরবানীর দনিরে আগে হালাল হবনে না। কংিবা প্রথমে শুধু উমরার ইহরাম বাঁধবনে, অতঃপর উমরার তাওয়াফ শুরু করার আগে এর মধ্যে হজ্জরে ইহরামও প্রবশে করাবনে।

ইদরাফ হজ্জ: মীকাত থকেে, কংিবা মক্কার বাসন্দিা হলে মক্কা থকেে, আর মীকাতরে ভতেররে বাসন্দিা হলে সে স্থান থকেে শুধু হজ্জরে ইহরাম বাঁধা। অতঃপর কোরবানীর দনি পর্যন্ত এ ইহরামরে উপর থাকা; যদি তার সাথে হাদরি পশু থাকে। আর যদি সাথে হাদরি পশু না থাকে তাহলে হজ্জরে ইহরামকে উমরার ইহরামে পরবির্তন করার বধিান রয়ছে। সক্ষেত্রে সে ব্যক্তি তাওয়াফ করবে, সায়ী করবে ও মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যাবে যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সসেব সাহাবীদরেকে নর্দিশে দয়িছেলিনে যারা হজ্জরে ইহরাম বঁধেছেলিনে কন্তিু তাদরে সাথে হাদরি পশু ছলি না। অনুরূপভাবে ক্বরিান হজ্জ আদায়কারীও পূর্বোক্ত কারণে ক্বরিান হজ্জরে ইহরামকে উমরার ইহরামে পরবির্তন করতে পারনে।

সর্বোত্তম হজ্জ হচ্ছে- তামাত্তু হজ্জ; যে ব্যক্তি হাদরি পশু সাথে নয়িে যায়নি তার জন্য। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদরেকে তামাত্তু হজ্জ করার নর্দিশে দয়িছেনে এবং এ ব্যাপারে তাদরেকে তাগদি দয়িছেনে।

হজ্জ ও উমরা বধিবিধিান আরও বস্তিারতিভাবে জানার জন্য আমরা আপনাকে শাইখ উছাইমীনরে ‘মানাসকিুল হাজ্জ ও উমরা’ কতিাবটি অধ্যয়নরে পরামর্শ দচ্ছি। শাইখরে ওয়বে সাইটে কতিাবটি পাওয়া যাবে।

আল্লাহই ভাল জাননে।